কেমন করিয়া সেই ভক্তের হৃদয় ছাড়িয়া যাইতে পারেন ? এইপ্রকার লক্ষণ ভক্ত ভাগবতোত্তম হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। শ্রীধরস্বামীপাদ টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থানে বাসনা ও তাহার সংস্কার হৃদয়ে না থাকিবার হেতুরূপে সাক্ষাৎ এইপদ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে কাম-কামবীজ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত শ্রীহরি সাক্ষাৎরূপে হৃদয়ে প্রকাশ হয়েন না। নিষ্ঠাভক্তির উদ্গমে রজস্তমোগুণ হইতে উত্থিত যে সকল লয়-বিক্ষেপ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি হৃদয় স্পর্শে সমর্থ হয় না। অতএব, যেমন জ্ঞানমার্গে সম্পূর্ণভাবে লয়-বিক্ষেপাদি নিবৃত্তি হইলে ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয়, ভক্তিমার্গে কিন্তু লয়-বিক্ষেপাদি সম্যক্ নষ্ট না হইলেও হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গের এই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আবার অবশে যে হরিনাম উচ্চারণ করিলে পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, যে স্থানে তাদৃশ প্রণয় আছে অর্থাৎ যে প্রণয়ে ভগবানের চরণ দু'খানি হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখিতে পারিয়াছে, সেই প্রণয়বান্ জন কিন্তু সর্ব্বদা পরম আবেশের সহিতই শ্রীহরিকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাদৃশ প্রণয়যুক্ত ভক্তজন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া শ্রীহরি যে সকল পাপ নাশ করিবেন—ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি! এই অভিপ্রায়ে ২।১।১১ শ্লোকে শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন—

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

হে রাজন্! যাহারা মুমুক্ষু ও বিষয়ভোগেচ্ছু এবং বিমুক্ত আত্মারাম তাহাদের সকলের সম্বন্ধেই একমাত্র শ্রীহরিনামই অকুতোভয়রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব, উভয় প্রকারেই সেই সকল উত্তম ভাগবতগণের পাপ করিবার সংস্কার থাকিতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্বদা হৃদয়েতে অবস্থান করেন, তাহাতেও পাপ-সংস্কার থাকিতে পারে না। আবার অনবরত সেই ভক্ত হরিনাম করেন, ইহাতেও পাপ-সংস্কার থাকিতে পারে না। এই লক্ষণের দ্বারা বাচিকলক্ষণও নির্দ্দেশ করিয়া 'যদ্‌ব্রুতে' অর্থাৎ উত্তম ভাগবত কি বলে, সেই বাচিকলক্ষণও বলুন—এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বদা হরিকথা বলে—এই উত্তরও দেওয়া হইল। এই প্রকরণে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ যে সকল শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাতে হেয় উপাদেয় দৃষ্টিশূন্য হওয়ায় কোন বিষয়ে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না।